UNICORN
COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয় কার্টিজ রিফিল করা হয়।
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 51 ❑ 07 Mar., 2024 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

জব কার্ডে টাকা ঢুকতেই সেই টাকার ভাগ চাওয়ার অভিযোগ তৃণমূলের সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি ১০০ দিনের কাজের টাকা শ্রমিকদের একাউন্ট-এ ঢুকেছে। একাউন্টে পাঠানো জব কার্ডের সেই টাকার ভাগ চাওয়ার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েতের সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে। বাগদা ব্লকের কোনিয়াড়া- ২গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকশালী গ্রামের ঘটনা। যদিও অভিযোগ, অস্বীকার করেছেন সুপারভাইজার।

জব কার্ডের বিনিময়ে ১০০ দিনের কাজে অংশ নেওয়া শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কষ্ট করে আমরা কাজ করেছি। এই টাকার ভাগ আমরা কাউকে দেবো না। তাদের অভিযোগ, একাউন্টে টাকা ঢোকার পরেই কারো কারো বাড়িতে গিয়ে টাকা কমিশন চাইছে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার ও তার স্বামী তৃণমূল নেতা সুজন মন্ডল। স্থানীয় দিলীপ মিস্ত্রি বলেন, 'আমার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। সুপারভাইজারের স্বামী আমার কাছে টাকা চায়। আমি বলি, দরকার হলে পাড়ায় কীর্তন হচ্ছে, সেখানে টাকা দেব। কষ্টের টাকা ওনাকে দিতে যাব কেন! গ্রামের একাধিক মহিলা পঞ্চায়েতের সুপারভাইজার বিউটি মন্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব হন। তোরা অনেকেই বলেন, জব কার্ডে কাজ করে এখনো টাকা মেলেনি। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির গীতু বিশ্বাস বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শ কাতর। বিষয়টা যদি সত্যি হয় প্রশাসনকে জানাবো উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।

অভিযোগ অস্বীকার করে সুপারভাইজার ও তার স্বামী বলেন, এই অভিযোগ। ভিত্তিহীন ব্যক্তিগতভাবে কারোর কাছে টাকা চাওয়া হয়নি। এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছে। বিজেপির লোকেরা সেখানে জোর করেও মাতব্বরি করতে পারেননি। সেই আক্রোশে ওরা মিথ্যা অভিযোগ করছে। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা তরুণ ঘোষ বলেন, যার একাউন্টে টাকা ঢুকেছে, সে না দিলে অন্য কেউ নেবে কি করে? টাকা দেওয়া অপরাধ, টাকা নেওয়া অপরাধ। তৃণমূল এ ধরনের কাজকে সমর্থন করে না। বিষয়টা কি হয়েছে খোঁজখবর নিয়ে দেখব।

বনগাঁ লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ, তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

প্রতিনিধি ঃ প্রত্যাশা মতো বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী হলেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং বাগদার বিধায়ক। রবিবার ব্রিগেড সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁ কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে বিশ্বজিৎ বাবুর নাম ঘোষণা করেন। বিশ্বজিৎ বাবুকে প্রার্থী করায় তাঁকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকেলে তিনি গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে আসেন। সেখানে তিনি বলেন, 'কাকতাড়ুয়া বহুরূপী বিশ্বজিৎ। বিধানসভার ভেতর আমার পাশে বসে,

তৃতীয় পাতায়...

ইডির উপর হামলার তদন্তে ফের সিবিআই বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ গত ৫ জানুয়ারি বনগাঁর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর বাড়িতে রেশন দুর্নীতির তদন্ত এসেছিলেন ইডি কর্তারা সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত ১২ টার পর তাঁকে ইডি গ্রেফতার করেছিল। তাঁকে বাড়ি থেকে বের করার মুহূর্তে হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল ইডির আধিকারিকদের। অভিযোগ, মহিলারা তুলতে বাধা দিয়েছিল। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। আচমকা শংকরের অনুগামীরা ইট পাথর ছুঁটতে থাকে ইডি আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে। জওয়ানেরা আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে তেড়ে যায়। ইটের

তৃতীয় পাতায়...

দমকল স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা বাগদায়, চিহ্নিত জমি খতিয়ে দেখল আধিকারিকেরা

জয় চক্রবর্তী ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকে কোন দমকল স্টেশন নেই। কোন কারনে এখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে বনগাঁ শহর থেকে কয়েক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে দমকল বাহিনীকে সেখানে পৌঁছাতে হয়। ততক্ষণে বাড়ি ঘর দোকান পাঠ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বাসিন্দাদের তাই দীর্ঘদিনের দাবি, বাগদাতে একটি স্থায়ী দমকল কেন্দ্র তৈরি করা হোক। বাসিন্দারা জানালেন, "সামনে লোকসভা ভোট। আবার দমকল তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে। প্রতিটা ভোটের আগেই নিয়ম করে দমকল কেন্দ্র তৈরীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ভোট পর্ব একবার মিটে গেলে দমকল স্টেশন তৈরির কাজ আর শুরু হয় না। এবার অবশ্য লোকসভা ভোটের আগেই বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস দমকল স্টেশন তৈরি করতে পদক্ষেপ করলেন। ইতিমধ্যে দমকল কেন্দ্র তৈরির জন্য জমি চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

শনিবার দুপুরে দমকল দফতরের আধিকারিকেরা বাগদার হেলেঞ্চায় চিহ্নিত ওই জমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আসেন। দমকল দফতরের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ডিভিশনাল অফিসার সরজ কুমার বাগ বলেন 'আমরা প্রস্তাবিত দমকল কেন্দ্রের জন্য জমি সরেজমিনে খতিয়ে দেখলাম। কোথায় অফিস হবে কোথা রাস্তা দিয়ে দমকলের গাড়ি ঢুকবে তা দেখা হয়েছে। দপ্তরের কাছে আমরা রিপোর্ট পাঠাবো। অনুমোদন মিললে শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।' বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'আর আর দপ্তরের জমিতে দমকল স্টেশন তৈরি করা হবে। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, শীঘ্রই কাজ শুরু করা হবে।

বনগাঁ শহর থেকে বাগদা ব্লকের কোন কোন জায়গার দূরত্ব ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার। বাগদার প্রাণকেন্দ্র ধরা হয় হেলেঞ্চা বাজার এলাকাকে। বনগাঁ শহর থেকে যার দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। বাগদাবাসীর দাবি ছিল হেলেঞ্চা এলাকাতেই দমকল স্টেশন তৈরি করা হোক। কারণ বাগদার কোথাও আগুন লাগলে হেলেঞ্চা থেকে দমকলের ইঞ্জিন যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যাবে। হেলেঞ্চার বাসিন্দারা জানালেন, 'দমকল স্টেশন তাদের খুব প্রয়োজন। স্টেশনটি তৈরি হলে তাদের আর আগুন লাগার আতঙ্কে দিন কাটাতে হবে না। বাসিন্দাদের আতঙ্ক মূলত রাতে। দিনের বেলায় আগুন লাগলে কোনোভাবে তারা প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু রাতে আগুন লাগলে কোন লোক মেলে না আশপাশ থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য বালতি করে স্যালো

দ্বিতীয় পাতায়...

ট্রাকের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু

প্রতিনিধি ঃ ট্রাকের চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হল বাইক চালকের। শহরের মধ্য দিয়ে বেপরোয়া ট্রাক চলাচল করার অভিযোগ আনল মৃতের পরিবার। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার যশোর রোডের এক নম্বর রেল-গেট সংলগ্ন এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে র জন্য পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ মজুমদার(৫২)। বাড়ি বনগাঁ পৌরসভার ফুলতলা কলোনি এলাকায়। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছেন, বিশ্বনাথ বাবু পেশায় গ্রাম্য চিকিৎসক। তার স্ত্রী রায়পুর এলাকায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অন্যান্য দিনের মতন এদিন বিশ্বনাথ বাবু তার বাইকে করে স্ত্রীকে স্কুলে দিয়ে বনগাঁয় ফিরছিলেন। তার আত্মীয় সুব্রত মণ্ডল বলেন, এক নম্বর গেটের ওদিকে একটি গ্যারেজে তার বাইক ঠিক করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। এক নম্বর গেট এলাকায় এটি ট্রাকের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। ট্রাকের চাকার তলায় মাথা ঢুকে যায় তাঁর। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, যশোর রোড চাকদা রোড দিয়ে দিনের বেলা বেপরোয়া ভাবে ট্রাক চলাচল করে। ঘাতক বেপরোয়া ট্রাকটিতে খালাসী ছিল না। সে কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এদিন বিকেলে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৫১ ❐ ০৭ মার্চ, ২০২৪ ❐ বৃহস্পতিবার

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন না মরণ ফাঁদ!

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বর্তমান সময়ের একটি বহুল বিতর্কিত আলোচ্য বিষয়। ২০১৯ সালে পাশ করা আইনের মূল বক্তব্য— বাংলাদেশ, পাকিস্থান ও আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতবর্ষে আসা হিন্দু-শিখ-জৈন-বৌদ্ধ-পার্সি-খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব প্রদান করা। মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষই এই আন্দোলনের পথিকৃত। তাদের দাবী ছিল নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদান। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন পাশ করেছে, তাতে নয় রকমের নথি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। যদি কারো কাছে যাবতীয় নথি না থাকে তাহলে তাকে স্বঘোষিত হলফনামা জমা দিতে হবে। নির্বাচিত কমিটি যদি সমস্ত নথি বা হলফনামায় সন্তুষ্ট হন, তাহলে নাগরিকত্ব পাওয়া যাবে। এবার একটা প্রশ্ন হল— ভোটার কার্ড কি নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়? যদি না হয়, তাহলে ভোটার কার্ডধারী ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচিত করার জন্য ভোট দেন কেন? যারা ভোট দেন, তাহলে তারা সকলেই নাগরিক নন! ভারতীয় সংবিধানের নিয়মানুযায়ী ভারতের অ-নাগরিক কেউই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। এখানেই একটা বড় ফাঁকা! ধরা যাক, কোন ব্যক্তি '৭১ সালের পরে বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসেছে। তারপর তাদের সন্তানসন্ততি হয়েছে। জন্ম সূত্রে হোক বা যোগাযোগে, তারা ভারতবর্ষের ভোটার। দীর্ঘদিন যাবৎ তারা ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে বা প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা অনুযায়ী ভারতের অ-নাগরিক কেউই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার যোগ্য নয়। অথচ তারা অনেকেই নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করে বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদে আসীন হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রতিনিধিত্ব করে। ভারতের নাগরিক নয়, অথচ এটা কী করে সম্ভব! সাধারণ মানুষ চায় আইনের সরলীকরণ। ভারতবর্ষে বসবাসকারী যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের ভোটার কার্ড আছে, তারা কী আবার আবেদন করবে? এ প্রশ্ন এখন অধিকাংশের মনে। সম্প্রতি এক সাক্ষ্যাৎকার বিজেপি'র প্রতিনিধি হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার বলেন, 'আমি বা আমার দলের কেউই বলিনি, সবাইকে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী যাদের প্রয়োজন, তারা আবেদন করবেন।' আবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের বক্তব্য অন্যরকম। তাহলে এই দ্বিচারিতা কেন? সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। বিরোধী দল আবার এর মধ্যে NRC'র ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। দোলাচল চিত্ততার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের কথায় সংশোধিত নাগরিকত্ব না মরণ ফাঁদ! একমাত্র আইনের সরলীকরণের মাধ্যমেই সব প্রশ্নের সমাধান সম্ভব। আর সেই দিকেই তাকিয়ে নিপীড়িত নির্যাতিত দেশ ত্যাগী মানুষ!

এস.সি.এস.টির নারী দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করে চাঁদপাড়া শিডিউল কাস্ট এন্ড ট্রাইবস্ ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ। এদিন সংস্থা প্রাঙ্গনে সমাজসেবি সংস্থা এস.সি.এস.টির শতধিক মহিলা সদস্যা নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা ভলিবল দলের অধিনায়ক অনুশ্রী ঘোষ মণ্ডল, ক্রীড়াবিদ শ্রীমতী ঘোষ মণ্ডলকে পুষ্প স্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে সম্মান জানান সংস্থার বিশিষ্ট সদস্যা সুপ্রিয়া বিশ্বাস। উদ্যোক্তারা এদিন স্বামী হারা স্থানীয় দুজন মহিলাকে তাঁদের জীবন সংগ্রামের জন্য নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নারী দিবসের তাৎপর্য ব্যখ্যা করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন অর্পিতমা সরকার।

সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজকর্মী মলয় সানা বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে পিছিয়ে পড়া সমাজের মহিলাদের কল্যানে তাঁদের সংগঠন কিভাবে কাজ করে চলেছে তা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি প্রদানে আপ্যায়িত করা হয়। অন্যদিকে সম্পাদক মলয় বাবু এক সাক্ষাৎকারে জানান সামাজিক উন্নয়ন, সেবা মূলক কাজ ও সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে যৌথভাবে কাজ করার জন্য তাঁরা ইতি মধ্যেই নহাটা কলেজের সাথে চুক্তিতে (মৌ) আবদ্ধ হয়েছে।

অ্যান্টিবায়োটিক বিজ্ঞানের আশীর্বাদ কিন্তু আজ তা অভিশাপ

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর

এর প্রভাবে শকুনের কিডনি বিকল হয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছিল ঝাড়ুদার পাখিরা। অধ্যাপক বিভু প্রকাশ ও সচিন রানাডের মতে পৃথিবী বিখ্যাত শকুন বিশেষজ্ঞরা অবশেষে কৃত্রিম পরিবেশের বদলে প্রকৃতিতে প্রজননের সাফল্য আশায় নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স মুক্ত করার কোন কৌশল মানুষের জানা আছে কি? দেখা যায় কিছু রোগীর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরও সব ব্যাকটেরিয়া মারা যাচ্ছে না বা নিষ্ক্রিয় হচ্ছে না। বরং তারাই পরবর্তীতে আরো অনেক অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়ার জন্ম দিচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো, অনেক রোগী অ্যান্টিবায়োটিক কোর্স শেষ করে না। একজন রোগীকে চিকিৎসক হয়তো পাঁচ দিনের কোর্স দিলেন। দুদিন পরেই রোগ কিছুটা উপশম হলো। এই অবস্থায় রোগী ওষুধ ছেড়ে দিলেন। এক্ষেত্রে যা হতে পারে তা হলো ওই রোগীর শরীরের অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াই মারা গেছে, কিন্তু সামান্য কিছু ব্যাকটেরিয়া টিকে আছে। ওষুধের সম্পূর্ণ কোর্স শেষ হলে হয়তো তারাও মারা যেত। যেহেতু পুরো কোর্স সম্পূর্ণ করা হয়নি তাই ব্যাকটেরিয়া বহাল তবিয়াতে আছে। বরং অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতিতে অভিযোজনের কৌশল রপ্ত করে ফেলেছে। তাই ভবিষ্যতে তারা আবার বংশবিস্তারের মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ করে ফেলবে। এটা বোঝা প্রয়োজন, এক্ষেত্রে আগের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ কোন কাজে লাগবে না,অর্থাৎ রোগ মুক্তি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। সেজন্যে নির্ধারিত কোর্স সম্পূর্ণ করা বাঞ্ছনীয়। শুধু তাই নয়, দেশের ওষুধের দোকান গুলিতে মনিটারিং করা ভীষণ প্রয়োজন, যাতে কেউ বিনা

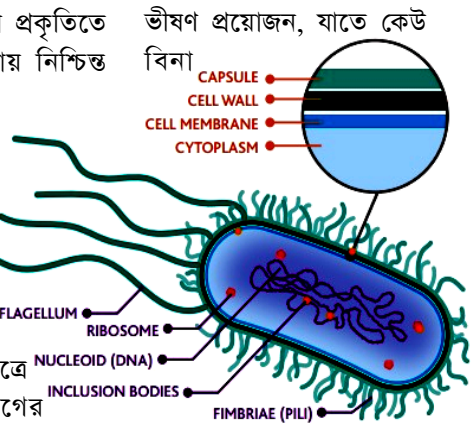

প্রেসক্রিপশনে ক্রেতার কাছে অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি না করে। কোর্স অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা একান্ত প্রয়োজন।

অ্যান্টিবায়োটিক মানুষের গড় আয়ু অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে একথা ঠিকই। কিন্তু সব সময় এর ব্যবহার মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এখনই রাশটানার সময় এসে গেছে। প্রয়োজন মনিটারিং। অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন কেন হল, তার ব্যাখ্যা ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনে থাকা একান্তই প্রয়োজন। এই মনিটারিং গুলি ঠিকমতো হলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স এর হাত থেকে বাঁচা সম্ভব হবে। **... সমাপ্ত**

সমারোহে অনুষ্ঠিত কথা প্রসঙ্গ নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে গত ৭-১০ মার্চ সমারোহে অনুষ্ঠিত হল কথা প্রসঙ্গ নাট্যউৎসব ২০২৪। ৭ মার্চ সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ৪ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা করেন গোবরডাঙার পৌর প্রধান শংকর দত্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন গোবরডাঙা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ পিঙ্কি ঘোষ, আশিস দাস, আশিস চট্টোপাধ্যায় ও অভীক ভট্টাচার্য প্রমুখ। সকলেই দীর্ঘ ২৪ বৎসর যাবৎ নাট্যচর্চা ও প্রসারে কথা প্রসঙ্গ নাট্যদলের প্রয়াস্ এর ভূয়ষী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন। কথা প্রসঙ্গ আয়েজিত এবারের নাট্যোৎসবে পাপেট থিয়েটার সহ মোট ৮ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ৭ মার্চ উদ্বোধনী দিনে বারাসাত কাল্পিক এর মঞ্চসফল নাটক 'চোখ নেই' ও ইছাপুর আলেয়া পরিবেশিত 'গ্রাম' দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন কথা প্রসঙ্গ পরিবেশিত আলিবাবা ও চল্লিশ চোর এবং হাবড়া নান্দনিক এর নতুন নাটক 'আবু হোসেন' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর মনোরঞ্জন করে। ৯ মার্চ থিয়েটার শাইন পরিবেশিত মজার নাটক ক্রসকানেকশন এবং দত্তপুকুর দৃষ্টির সকলের ভালো লাগার নাটক 'জাঁতা বুড়ির কুয়ো' উপস্থিত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে। সব কিছু মিলিয়ে গোবরডাঙা কথা প্রসঙ্গ আয়োজিত ২৪ তম বর্ষের নাট্যোৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

দমকল স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা

প্রথমপাতার পর...

মেশিন চালিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করতে করতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বেশ কিছুদিন আগে বাগদার আমডোব এলাকায় একইভাবে রাতে আগুন লেগে একটি দোকান ঘর বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। সেই আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল এক তরুণী। তারপর থেকে দমকল স্টেশন তৈরির দাবী জোরদার হয়।

ফর্ম— IV

(রুল ৮'এর ধারা অনুসারে)

বাংলা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সার্বভৌম সমাচার'এর মালিকানা ও অন্যান্য তথ্যাদি বিষয়ক বিবৃতি

১।	প্রকাশ-স্থান	:	কালুপুর, উত্তর ২৪ পরগণা
২।	প্রকাশনার পর্যায়বৃত্তি	:	সাপ্তাহিক
৩।	মুদ্রকের নাম	:	উৎপল মল্লিক
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	হ্যাঁ
	ঠিকানা	:	গ্রাম- কালুপুর উত্তরপাড়া, পোঃ- কালুপুর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ
৪।	প্রকাশকের নাম	:	উৎপল মল্লিক
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	হ্যাঁ
	ঠিকানা	:	গ্রাম- কালুপুর উত্তরপাড়া, পোঃ- কালুপুর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ
৫।	সম্পাদকের নাম	:	উৎপল মল্লিক
	নাগরিকত্ব	:	ভারতীয়
	ভারতীয় নাগরিক কিনা	:	হ্যাঁ
	ঠিকানা	:	গ্রাম- কালুপুর উত্তরপাড়া, পোঃ- কালুপুর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ
৬।	উক্ত সংবাদপত্রের মালিক ও অংশীদার অথবা শেয়ারহোল্ডার যাঁদের মোট মূল-ধনের এক শতাংশের বেশি শেয়ার রয়েছে তাঁদের নাম, ঠিকানা	:	

আমি, শ্রী উৎপল মল্লিক এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ ঃ ১৪/০৩/২০২৪ — প্রকাশকের স্বাক্ষর

THAKURNAGAR MIME ACADEMY OF CULTURE

THAKURNAGAR MIME ACADEMY OF CULTURE

(Regd. No.: S/1L/10922)
Simulpur (Hazratala), Thakurnagar, North 24 Parganas.W.B.,
Mob.: 9233196233, e-mail.:mime_thakur@yahoo.com

Sir / Madem,

We have the pleasure to invite you at our 21st Annual Cultural Workshop, Exhibition and Cultural Festival on and from 8th March, to 17th March, 2024 (10 Am. To 5 pm) in a befitting manner at our own stage " JANAKI MANCHA ". The Cultural Workshop will be inaugurated by our President Dr. Asim Bala (Ex MP & MLA). Other Guests of honours like Sri Niresh Ch. Bhowmik (Journalist) Bidyut Mondal, Sri Siba Prasad Das (our Advisor & Chief Co - ordinator), Sri Tapan Das (Drama Director), and others will be present on the occasion. Smt. Jharna Mondal will sing the inaugural song.

Our Cultural Festival for three days on and from 15th to 17th March, 2024 in the evening will be held at our own stage " JANAKI MANCHA ". The Function will be inaugurated by the Hon'ble Minister of State for Ministry of Ports, Shipping & Waterways of India Sri Shantanu Thakur on 15th March , 2024 at 6Pm. The Function will be presided by our President Dr. Asim Bala.

In this Festival different Cultural groups from West Bengal and Assam, and other states will present Mime, Theatre, Dance, Songs, etc. The participants in the Cultural Workshop will be given away the certificates on the concluding day.

We will also arrange two-days Seminar on "Art & Culture" with distinguished personalities in the cultural field. You are cordially invited to attend our annual Festival.

President
Dr. Asim Bala

With Thanks -

Secretary
Chandra Kanta Sirali

In Collaboration with the Ministry of Culture, Govt. of India.

Paschim Bango Natya Academy

শিবচতুদ্দশী উপলক্ষে মিশন তপোবনে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ত্রিকালদর্শী দেবাদিদেব শংকরের করুনা ও আশীষ প্রত্যাশায় বিগত বছরগুলির মতো এবারও গাইঘাটা ডেওপুল মিশন তপোবনে পুজো যজ্ঞ সহ নানা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। গত ৮ মার্চ সকালে মিশনের ত্রিকালেশ্বর মন্দির অঙ্গনে নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত শিব অর্চনা সহ নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

মধ্যাহ্নে বিভিন্ন বয়সের বহু ছাত্র ছাত্রী আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অপরাহ্নে কবি সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন এলেকা থেকে আসা কবিগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার শুরুতেই মিশনের প্রানপুরুষ বিশিষ্ট সমাজকর্মী সুভাষ মোহান্ত উপস্থিত সকল কবিগণকে স্বাগত জানান। সদস্যরা সকলকে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বরণ করে নেন। সেই সঙ্গে বিগত বৎসরের স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানধিকারী কবিগণকে মিশনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়।

৯ মার্চ সকালে অনুষ্ঠিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় বহু যোগ প্রশিক্ষনার্থী শিশু ও কিশোর কিশোরীগণ অংশ নেয়। মধ্যাহ্নে গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিশনের পক্ষ থেকে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক সাগর চট্টোপাধ্যায়কে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও এদিন জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমাজকর্মী মিহির দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সন্ধ্যায় ছিল বাউল সংগীত ও শিব কেন্দ্রিক নৃত্যানুষ্ঠান। ১০ মার্চ উৎসবের শেষ দিন সকাল থেকে মিশনের ত্রিকালেশ্বর মন্দির অঙ্গনে বিশ্ব কল্যানের উদ্দেশ্যে শুরু হয় বিশ্বশান্তি যজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন এলেকা থেকে আগত সাধু সন্ন্যাসী ও মহারাজগণের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ধর্মপ্রান মানুষজনের ব্যাপক উপস্থিতি চোখে পড়ে। সমবেত ভক্তদের অনেকেই যজ্ঞ আহুতি প্রদান করেন। যজ্ঞ শেষে সকলে প্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় মিশন প্রাঙ্গনের আলোকজ্জ্বল মঞ্চে অনুষ্ঠিত সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠানে বহু সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের উপস্থিতি চোখে পড়ে। নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিশন তপোবন আয়োজিত ঊনবিংশতিতম বার্ষিক মহা শিবরাত্রি উৎসব ২০২৪ সার্থকতা লাভ করে।

জনভারত রঙ উৎসবে স্বপ্নচর

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয় আয়োজিত জনভারত রঙ মহোৎসবের আমন্ত্রণে গোবরডাঙায় স্বপ্নচরের সহজ পাঠশালায় অনুষ্ঠিত হলো নাটক 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। নাটক নির্দেশনায় মহঃ সেলিম। মূলত নাটকটির বিষয় ছিল এই সম্পূর্ণ পৃথিবী একটাই পরিবার। নাটকটির মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের এই বিশ্বমৈত্রীর ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রসঙ্গত গুজরাটে শুরু হয় বিশ্বের সবথেকে বড় নাট্য উৎসব 'ভারত রঙ মহোৎসব' এবং এই নাট্য উৎসব শেষ হয় গত ২১শে ফেব্রুয়ারি।এই শেষ দিনের অনুষ্ঠানে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ পারফরমেন্স এর মধ্যে দিয়ে প্রায় দুই হাজার নাট্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যোগদান করে। যার মধ্যে ছিল নৃত্য,নাট্যাভিনয়, মূকাভিনয়, পুতুল নাটক প্রভৃতি। জাতীয় নাট্য বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে 'স্বপ্নচর' এ দিন 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নাটকটি উপস্থাপন করে। সহজ পাঠশালার অন্ত রঙ্গ পরিসরে নাটকটির উত্তেজনা দর্শকদের আন্দোলিত করেছে। অভিনয়ে- শরণ্যা, অভিজিৎ, সৌরভ, সৌমি, প্রত্যুষ, আশিষ, আমীর, সুদীপ্তা এবং মহঃসেলিম বেশ সাবলীল, নাটকের গান, নৃত্য এবং মঞ্চসজ্জা বেশ চমকপ্রদ। উপস্থাপনার ভঙ্গীও অভিনবত্বের দাবী রাখে। দর্শকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙার স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী শান্তা দত্ত বণিক। নাটক সম্পর্কে বেশ ইতিবাচক মন্তব্য করে তিনি বলেন,ভীষণ প্রাসঙ্গিক একটি কাজ এবং স্বপ্নচর কোনো কাজ করলে তাদের একটা নিজস্ব ছোঁয়া থেকেই যায়। বরাবরের মতো এবারও তাদের নিজস্বতা তাঁর দর্শক হৃদয়কে মুগ্ধ করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০২৪

প্রতিনিধি ঃ ৮ মার্চ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক নারী দিবস একটি বিশ্বব্যাপী দিবস যা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অর্জন উদযাপন করে। দিনটি লিঙ্গ সমতা ত্বরান্বিত করার জন্য কর্মের আহ্বানও চিহ্নিত করে।

ওই দিন বিশ্বব্যাপী উল্লেখযোগ্য ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। কারণ গোষ্ঠীগুলি মহিলাদের অর্জন উদযাপন করতে বা মহিলাদের সমতার জন্য সমাবেশ করতে একত্রিত হয়। সেরকমই প্রতিবছরের মতো এবারও গোবরডাঙ্গার বহুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যগোষ্ঠী নকসা অসাধারণ একটি সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে নারী দিবস উপলক্ষ্যে। গত ১০ মার্চ নকসার সকল সদস্য তাদের পরিচালক শ্রী আশিস দাস মহাশয় ও শ্রীমতী দীপান্বিতা বণিক দাস মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে এই আয়োজন করেছিলেন। এবছর নকসাতে অতিথি পদে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কাবেরী বসু ও ইপ্সিতা হালদার, যাঁদেরকে নকসা সম্মাননা জ্ঞাপন করেছে নারী দিবস উপলক্ষ্যে।

সাথে ছিল নাটক, কবিতা, নাচ, নৃত্যনাট্য এবং অনেক আনন্দ। ছিল কাবেরী বসু নির্দেশিত সুতনুকা নাট্য গোষ্ঠীর নাটক"স্ত্রীর পত্রের মুখোমুখি"। নকসার ক্ষুদে শিল্পীরা সেদিন সমাপ্তিতে মঞ্চ মাতিয়ে দিয়েছিল।

লোকসভায় তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বজিৎ

প্রথমপাতার পর...

আর বাইরে বেরিয়ে তোলামূলের জেলা সভাপতি। এখন তো তাকে বিধায়কের পদ থেকে পদত্যাগ করে ভোটে দাঁড়াতে হবে। তারপর গোহারা হেরে নামের পাশে এক্স বিধায়ক লিখতে হবে। আমছালা দুই-ই যাবে। বিশ্বজিৎকে হুমকি দিয়ে শুভেন্দু জানান' শংকর আঢ্য যেখানে গিয়েছেন আপনাকেও সেখানে যেতে হবে। প্রসঙ্গত, রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন শংকর বাবু।

২০১১ এবং ১৬ সালে তৃণমূলের টিকিটে জিতে বনগাঁ উত্তর কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ দাস। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের পর দিল্লিতে গিয়ে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন ও ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে বাগদা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। বিধানসভা ভোটের পর অবশ্য তিনি তৃণমূলে ফিরে আসেন। তারপর তাঁকে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি করা হয়।

বিশ্বজিৎ বাবুকে যে প্রার্থী করা হবে তা তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছিল। দিন কয়েক আগে বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুরকে তৃণমূল রাজ্যসভার প্রার্থী করেছিল। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন তখনই বিশ্বজিতের প্রার্থী হওয়াটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এদিন প্রার্থী হিসেবে বিশ্বজিতের নাম ঘোষণা হওয়ার পর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায়। আবির খেলা মিষ্টি বিতরণ হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করে কর্মী সমর্থকরা। বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, 'আমার উপরে ভরসা রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের ভরসার মর্যাদা রাখব।

শুভেন্দুর সমালোচনার বিষয় তিনি বলেন, 'বিজেপি একটা উশৃংখল দল। তাদের নেতারা অশ্লীল কথাবার্তা বলেন। লোকসভা ভোটের পর বনগাঁ থেকে বিজেপি দলটাই উঠে যাবে।

এদিন ঠাকুর বাড়িতে শুভেন্দু গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ একান্তে বৈঠক করেন। সম্প্রতি বনগাঁর সাংসদ তথা সুব্রতর ভাই শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল অনেকটাই। ওদের মধ্যে কথাবার্তা হতো না। তার মধ্যে আবার রটে যায়, সুব্রত তৃণমূলে যোগদান করছেন। এ বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এটা মিডিয়ার পরিকল্পনা সুব্রত ঠাকুর একজন নিষ্ঠাবান মোদি পরিবারের ভক্ত। সুব্রত জানান, এটা তৃণমূলের অপপ্রচারের কৌশল। শান্তনু ঠাকুর বলেন, মমতা ঠাকুরকে রাজ্যসভায় সাংসদ করা হয়েছে ঠাকুরবাড়িতে গোলমাল দিয়ে রাখার জন্য। এদিন ঠাকুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণীর বিধায়ক অম্বিকা রায় এবং বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি দেবদাস মন্ডল। এছাড়া আর কোন বিধায়ককে দেখা যায়নি। এ বিষয়ে শুভেন্দু বলেন, সন্দেশখালিতে আমাদের কর্মসূচি ছিল। বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া এবং অসীম সরকার সেখানে ছিলেন। স্বপন মজুমদার ব্যক্তিগত কাজের জন্য আসতে পারেনি। তার সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। দেবদাস বাবু বলেন বিজেপির মধ্যে কোন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই। আমরা সকলেই একসঙ্গে ভোটে লড়াই করব।

হামলার তদন্তে ফের সিবিআই বনগাঁয়

প্রথমপাতার পর...

আঘাতে কাঁচ ভাঙ্গে ইডির গাড়ির। দু-জন ইডি আধিকারিক আহত হন। পরবর্তী সময়ে ইডির পক্ষ থেকে বনগাঁ থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। দিন কয়েক আগে হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলার তদন্ত ভার নেয় সিবিআই। সেই সূত্রে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিবিআই এর আধিকারিকেরা শংকরের শিমুলতলার বাড়িতে এসেছিলেন। সোমবার সিবিআই এর একটি টিম শংকর আঢ্যর বাড়িতে আসেন। এদিন সিবিআই আধিকারিকদের সঙ্গে সিএফএসএল সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরি ফার্মাসিক সায়েন্স এর বিশেষজ্ঞদের একটি দল ছিল। সকাল ১১ টায় আসেন প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর ২ টো ৪০ নাগাদ বনগাঁ ছেড়ে বেরিয়ে যান। এদিন সায়েন্স এন্ড ল্যাবরেটরি বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল ফিতা দিয়ে মাপেন। ক্যামেরায় ছবি তোলেন। এলাকার স্কেচ তৈরি করে নিয়ে যায়। ক্যামেরা দিয়ে এলাকার ছবি তোলা হয়। ওই সময়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। শংকরের বাড়ির কাছেই বনগাঁর বর্তমান চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের বাড়ি। সিবিআর আধিকারিকরা, গোপাল শেঠের বাড়িতে যান। গোপাল বাবুর বাড়ির নিচে সিসি ক্যামেরা আছে, সেই ক্যামেরার ফুটেজ চান। এ ব্যাপারে তাকে নোটিশও দেওয়া হয়। পাশাপাশি এদিন সিবিআই কর্তারা শংকরবাবুর বাড়িতে যান।তার স্ত্রী বনগাঁর বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্যর সঙ্গে কথা বলেন। তাকেও সিসিটিভি ফুটের জন্য একটি নোটিশ ধরান। জ্যোৎস্না অঢ্য তাদের বলেন, ঘটনার দিন এক ইডি অফিসারের কথা মতো সিসি ক্যামেরা বন্ধ রাখা হয়েছিল। আমরা একমাস বাড়িতে ছিলাম না। ফিরে এসে পরে সিসি ক্যামেরা চালানো হয়েছে।

সিএএ কার্যকর হওয়ায় উচ্ছ্বসিত

চতুর্থ পাতার পর...

আবেদন করবেন কিনা এখন সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছেন। তবে ২০১৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত যেসব উদ্বাস্তু মানুষেরা এদেশে এসেছিলেন, যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড এখনো হয়নি তারা এই সিদ্ধান্তে খুশি। যদিও এখনই তাদের ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর সম্ভাবনা নেই।

নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তাদের নাম ভোটার তালিকায় উঠবে। ফলে এবারে লোকসভা ভোটে ওই সব মানুষদের ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। শান্তনু বাবু বলেন, রাজ্যে প্রায় ২ কোটি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তার মধ্যে দেড় কোটি মানুষ ভোটার।

৫০ লক্ষ মানুষের ভোটার কার্ড আধার কার্ড নেই; যারা যারা ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে এদেশে এসেছেন। যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড আছে, তাদের আবেদন না করলেও চলবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে তৃণমূল দীর্ঘদিন ধরে যে দাবিটা জানিয়ে আসছেন সেই দাবির সঙ্গেই সহমত হলেন শান্তনু। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, এবারের ভোটে প্রভাব না পড়লেও এই ৫০ লক্ষ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় ওঠার পর একটা প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার ঘোষণার পর থেকে এখন মতুয়াদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে মতুয়া ভক্তরা দলে দলে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে যাচ্ছে। ডঙ্কা, কাসি নিশান নিয়ে তারা মাতাম খেলায় মেতে ওঠেন। মিষ্টি বিতরণ করেন আবির খেলায় মেতে ওঠেন। একে অপরকে আলিঙ্গন করেন। আনন্দে অনেক মতুয়া ভক্তকে কাঁদতে দেখা যায়। ফুল দিয়ে শান্তনু বাবুকে শুভেচ্ছা জানায় মতুয়া ভক্তরা। কয়েকজন মতুয়া ভক্তের কথায়, নাগরিকত্ব নিয়ে আমাদের আগামী প্রজন্ম মাথা উঁচু করে বসবাস করতে পারবেন এই স্বপ্নই দেখেছি। অবশেষে সেই স্বপ্ন সফল হল।

দুটি সমবায়ে ইফকোর কৃষক সভা ও কম্বলদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষের অন্যতম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে দুই কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটা ব্লকে। এদিন মধ্যহ্নে জেলা তথা রাজ্যের সেরা জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত গাইঘাটা সুটিয়া অঞ্চলের মধুসূদনকাটি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সভাগৃহে আয়োজিত এক সভায় ইফকোর জেলার ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ রীতেশ ঝার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এলেকার দুস্থ অসহায় মানুষজনের মধ্যে শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়। সমিতির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশিষ বিশ্বাস উপস্থিত দরিদ্র মানুষজনের হাতে কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। অন্যদিকে এদিনই গাইঘাটার ইছাপুর-২ অঞ্চলের বড়া গ্রাম্য সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতেও ইফকোর উদ্যোগে এবং সমিতির ব্যবস্থাপনায় এলেকার অসহায় মানুষজনের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার কর্তৃপক্ষ। গত ৮ মার্চ সকালে সপ্তাহ ব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাক্তন সাংসদ ও অধ্যাপক ড. অসীম বালা, ছিলেন সংস্কৃতি প্রেমী বিদ্যুৎ মণ্ডল, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক সুভাষ চক্রবর্তী, প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ঝর্না মণ্ডল প্রমুখ। মাইম একাডেমীর সম্পাদক পুরস্কার প্রাপ্ত মূকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিরালী সকলকে স্বাগত জানান, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতি ও মূকাভিনয়ের চর্চা ও প্রসারে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর আন্তরিক প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। সপ্তাহ ব্যাপী কর্মশালায় এলেকার জনা ত্রিশ শিশু কিশোর কিশোরী প্রশিক্ষণে অংশ নেয়। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা তপন দাস ও সুভাষ চক্রবর্তী। সংস্থার সম্পাদক শ্রী শিরালী জানান, কর্মশালা শেষে সংস্থার জানকি মঞ্চে আয়োজিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে কর্মশালায় প্রস্তুত নাটক সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান, ম্যাজিক, মাইম ও আমন্ত্রিত দলের নাটক মঞ্চস্থ হবে। মাইম একাডেমীর এই উৎসবকে ঘিরে এলেকাবাসীর মধ্যে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

হাজরাতলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও শিবরাত্রি উপলক্ষে দীঘা হাজরাতলায় নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৮ মার্চ সকালে হাজরা তলার শ্মশান সংলগ্ন প্রাঙ্গনের নব নির্মিত শিব মন্দিরের উদ্বোধন হয়।

গ্রামের মেয়েরা শিব মন্দিরে ভক্তি সহকারে পুজো দিয়ে শিব লিঙ্গে জল, দুধ ও ফল অর্পন করে। পুজো ও অনুষ্ঠানকে ঘিরে ধর্মপ্রান মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা চোখে পড়ে। গ্রামবাসী ও অন্যতম সংগঠক অমর মজুমদার সঞ্জয় মালাকার সুশান্ত সরকার প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে সমগ্র অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

সিএএ কার্যকর হওয়ায় উচ্ছ্বসিত মতুয়াদের একাংশ, সংশয়ে অনেকেই

জয় চক্রবর্তী ঃ মতুয়া উদ্বাস্তুদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে অবশেষে সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন কার্যকর করার বিষয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কেন্দ্র সরকার। সোমবার কেন্দ্র সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি জারির পর বিজেপি প্রভাবিত মতুয়াদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ডংকা কাসি নিশান নিয়ে দলে দলে মতুয়া ভক্তরা গাইঘাটা ঠাকুরনগর মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে ভিড় করছেন। সেখানে তারা আনন্দ উৎসবে মেতেছেন। সিএএ কার্যকর হওয়ার জন্য তারা বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

যদিও তৃণমূল পন্থী মতুয়াদের মধ্যে সেই উচ্ছ্বাস অবশ্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তাদের বক্তব্য তাদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড রেশন কার্ড সবই আছে। তাহলে তারা নতুন করে কেন আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব নিতে যাবেন। সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারি হবার পর তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক চাপাউতর শুরু হয়েছে। সাধারণ মতুয়া ভক্ত, যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড রেশন কার্ড আছে, তারাও তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন, আমরা নাগরিক বলে এতদিন ভোট দিয়ে এসেছি। আমাদের ভোটেই শান্তনু ঠাকুর সুব্রত ঠাকুররা জিতে সাংসদ বিধায়ক হয়েছেন। তাহলে নতুন করে কেন আমরা নাগরিকত্ব নিতে যাব? সাধারণ মতুয়া ভক্তরা মনে করছেন, সিএএ তে আবেদনের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা আবেদন করে যদি নাগরিকত্ব চাই তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে আমরা নাগরিক নই। তাহলে আমরা বেনাগরিক হয়ে যাব। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে আমাদের। ফলে আমরা যেমন আছি তেমনি ভালো। যদিও মতুয়াদের একটা বড় অংশ মনে করছেন তারা এদেশের নাগরিক হলেও পাসপোর্ট তৈরি করতে গেলে রাজ্য পুলিশের ডিআইবির পক্ষ থেকে ৭১ সালের আগের জমির দলিল চাওয়া হয়। নানাভাবে হেনস্থা করা হয়। নাগরিকত্ব থাকলে এই হেনস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী প্রায় তিন কোটি মতুয়ার মধ্যে অনেক মানুষেরই এখনো ভোটার কার্ড আধার কার্ড নেই। সিএএ এর মাধ্যমে তারা নাগরিকত্ব পাবেন। স্বাভাবিকভাবে লোকসভা ভোটে সেই মানুষদের সহানুভূতি সমর্থন বিজেপির দিকেই থাকবে। ১৯৪৮ সালে শান্তনু ঠাকুরের ঠাকুর দাদা প্রয়াত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর বাংলাদেশ থেকে এসে ঠাকুরনগরে বসতি তৈরি করেন। ঠাকুরনগর জনপদের সৃষ্টি করেন। সেখানেই তৈরি হয় মতুয়াদের পীঠস্থান। রয়েছে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দির, কামনা সাগর। ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু মতুয়া নমঃশূদ্র শরণার্থীদের এদেশের স্থায়ী নাগরিকত্বের দাবিতে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর প্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরের স্ত্রী বীণাপানি ঠাকুর একই দাবিতে আন্দোলন করেছেন। পরবর্তী সময়ে শান্তনু ঠাকুররা সেই আন্দোলন জারি রেখেছিলেন।

সিএএ কার্যকর হওয়ার পর শান্তনু ঠাকুর বলেন, আমাদের তিন প্রজন্মের আন্দোলনের জয় হলো। এবার মতুয়া উদ্বাস্তু মানুষেরা এদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে বাস করতে পারবেন। বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সিএএ কার্যকর হল। এতদিন মতুয়ারা বিজেপির দিকেই ছিলেন। সিএএ কার্যকর হওয়ার পর আরো বেশি করে মতুয়ারা বিজেপির দিকেই চলে আসবেন।

যদিও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন না তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর। তিনি বলেন, বিজেপি আবেদনের ভিত্তিতে কেন নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছেন? আবেদন করা মানেই তো চিহ্নিত হয়ে যাওয়া যে আমি নাগরিক নই। আমি নাগরিক হতে চাই। তখন বিজেপি এদের অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করে ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। আর বেশিরভাগ মতুয়াদেরই ভোটার কার্ড আধার কার্ড আছে এবং তারা ভোট দেয়। তারা এদেশের নাগরিক।

তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, সিএএ নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে। বিজেপি মতুয়াদের অধিকার হরণ করে নিতে চাইছে । যদি সদিচ্ছা থাকতো, তাহলে তারা এতদিন কেন করল না। ভোটের আগে মতুয়াদের ভাওতা দিতে তারা আবার আসরে নেমে পড়েছে। বনগাঁ লোকসভা আসনে মতুয়া ভোটার সংখ্যা কত তা নিয়ে মতুয়া মহলেই পরিষ্কার চিত্র নেই। শান্তনু বাবুর দাবি, প্রায় ৪০ থেকে ৪২ শতাংশ মতুয়া ভোটার রয়েছেন। মমতা ঠাকুরের দাবি, ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ মতুয়া ভোটার আছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছেন, বনগাঁ লোকসভা আসনে মতুয়া ভোটার সংখ্যা ৩০ শতাংশ বা ৪০ শতাংশ হোক, এই আসনে জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে মতুয়ারা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে আসছেন। সিএএ কার্যকর হবার পর মতুয়ারা এখনো দ্বিধা বিভক্ত রয়েছেন। যাদের ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড আছে তারা

তৃতীয় পাতায়...

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**